মুখোশ - ২

মুখোশ - ১ এ একজন বিরাট জ্ঞানীর ভান করা মানুষের মুখোশ খোলা হয়েছে। অনেকে এটাকে বাহাবা দিয়েছেন আবার অনেকে রাগ হয়েছেন। সব চেয়ে মজার যে বিষয়টা হয়েছে তা হলো "ভিন্নমত" সম্পাদকের ইদুঁর-বিড়াল খেলা। এটা হচ্ছে না চাইতেই জলের অবস্থা, মুখোশ - ১ নিয়ে লুকোচুরি খেলার ফাঁকে কুদ্দুস খানের মুখোশটা যে খুলে পড়ে গেল - সেটা তিনি ঠিক ধরতে পারেননি। মুখোশের প্রথম পর্ব পাঠালাম অনেক যায়গায় - অবশ্য মুক্তমনা ছাড়া। এর কারন হচ্ছে মুক্তমনা হচ্ছে একটা বিশেষ দলের ফোরাম যাতে আমি দলভুক্ত নই, তা ছাড়া এটা হচ্ছে তাদের একজন এলিট লেখকের মুখোশ উন্মোচন - স্বাভাবিক ভাবেই তারা এটা নিয়ে বিব্রত হবেন। যাহোক ভিন্নমত সম্পর্কে আমার কিছু দূর্বলতা ছিল - কারন এর সম্পাদককে কিছুটা হলেও স্বাভাবিক মানুষের মতো আচরন করেছেন। মনে হয়েছিল, তিনি যা বলেন, তা বিশ্বাস করেন বা যা বিশ্বাস করেন তা করেন - যাকে বলে 'ম্যান অব ইন্টিগ্রিটি"। লেখাটা পাঠালাম আর অপেক্ষা করতে লাগলাম। দিন যায় রাত যায় - কোন লক্ষন নেই লেখা পোষ্ট করার - বা পোষ্ট না করার কারনও জানা যাচ্ছে না । অবশেষে আবার পাঠালাম লেখাটা - কারন তিনি এর আগেও এ রকম করেছেন - অনেক দিন পর হয়তো বলবেন লেখাটা পাচ্ছিনা- যতটুকু ধারনা করি বিশেষ ধরনের লেখা (যে কোন ভাবে মুসলমানদের হেয় করা) না হলে তিনি বেশ সময় নেন - হয়তো উপদেষ্টামন্ডলীর পরামর্শ নেন। যা হোক বললাম - দয়া করে পোষ্ট করুন না হলে জানান। তিনি মিহি সুরে একটা উত্তর দিলেন - লেখাটা অতীব ব্যক্তিগত - ছাপানো যাবে না। আমি বললাম এর থেকে অনেক বেশী ব্যক্তিগত বিষয় বা এ ধরনের লেখা পোষ্ট করেছেন। (মুহাম্মদ (সঃ) শয়ন কক্ষের কথা চিত্র কি ব্যক্তিগত নয়?) । তিনি বললেন - আমি চাপ অনুভব করছি - আমাকে ভাবতে দিন। পরের দিন মেল করলেন - ফন্ট পাঠান লেখা পোষ্ট করবো। আমি পাঠালাম পিডিএফ ফরমাটে, যাতে ফন্ট লাগে না, বললাম দয়া করে অবিকৃত লেখা ছাপান - না হলে আমার সব লেখা নামিয়ে দিন। ইতোমধ্যে তিনি না-পোষ্ট করা 'মুখোশ -১" এর প্রতিউত্তর একটা পোষ্ট করে ফেলেছেন যাতে পাঠকরা আমার নাম দেখবেন আর বিভ্রান্ত হবে এ ভেবে যে "কলমী নামের" প্রসংগে এ এলো কোথা থেকে - কারন আমার নামটাতো জন্মের পর থেকে যা আমার দরিদ্র পিতার দেওয়া নামটাই অবিকৃত । তিনি লিখেছেন - কেহ কেহ নিরাপত্তার কথা ভেবে কলমী নাম ব্যবহার করেন। কে লিখলো সেটা বিষয় নয় - কি লিখলো সেটাই প্রধান, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেটাতো ভাই আমার কথা। আপনার ওয়েব পেজে " মুক্তমনা ও মৌলবাদ" (প্রকৃত শিরনাম "মুক্তমন ও মৌলবাদ") আবার পড়ে দেখতে পারেন। সেটা আপনারাই বিশ্বাস করেন না বলে সেতারা হাসিম পুরুষ না মহিলা - অরুন রায় হিন্দু কিনা সেটা খুঁজেছেন। এখন মিহি সুরে বলছেন নামে কি আসে যায়? ভাল করে লক্ষ্য করুন - ফতেমোল্লা দীর্ঘ দিন ধরে এ নামে লিখছেন এবং তাতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয় যদি না একদিন ফতে মোল্লা পরদিন অন্যনামে লিখে পাঠকদের বিভ্রান্ত না করেন। হীরামন তোতা বা ঢাকাইয়া তো কোন মানুষের পিতৃদত্ত নাম নয় - সেটাতে কি কেহ আপত্তি করেছে? আলোচ্য লেখক সকালে এক নামে বিকালে অন্য নামে লিখেন, শুধু তা নয়, নিজের এক নামের লেখার প্রশংসা করেন অন্য নামে।যাতে পাঠকরা সহজে বিশ্বাস করেন এরা একাধিক স্বত্তা - এটা কি পাঠকের সাথে প্রতারনা নয়? এ ছাড়াও তিনি সরকারী সুবিধা ব্যবহার করেন একদল মানুষের বিরুদ্ধে ঘৃনা ছড়ানোর লক্ষ্যে - সুতরাং তার নৈতিকতা প্রশ্ন সাপেক্ষ। সুতরাং তিনি যখন পৃথিবীর যাবতীয় বিষয়ে বিচার বিশ্লেষন করতে বসেন - তখন পাঠকদের আবশ্যই জানার অধিকার আছে - মুখোশের আড়ালের মানুষটা কে? আমার লেখায় আমি তো কারো বৈবাহিক অবস্থা, আর্থিক অবস্থার কথা বলিনি - তবে কেন এটা ব্যক্তিগত হবে?

যা হোক ভিন্নমত সম্পাদক মেল করলে - আপনার লেখার আগে সম্পাদকীয় নোট দিতে চাই - আমি বললাম, অবশ্যই দেবেন কারন আপনি অতি'আমেরিকান'। আমেরিকান বর্তমান প্রশাসনের নীতি হচ্ছে যা তারা মনে করেন তা হচ্ছে সত্যি । ঠিক তেমনি কুদ্দুস খান ভান করেন নিরপেক্ষতার (তিনি প্রায়শ বলেন - আমি ভিন্নমতের ম্যানেজার - আমি সম্পাদনা করি না - অশালীনতা ও ভিন্নমত দ্রষ্টব্য) । আপনি যদি ম্যানেজারই হন তবে কেন সম্পাদকীয় নোটের কথা আসে? বিশেষ বিশেষ সময়ে সম্পাদক আর বিশেষ সময়ে ম্যানেজার, যেমন আমেরিকা বিশ্ব ত্রাতা হিসাবে সাদ্দামে বিধংসী অস্ত্র ধংশ করতে গিয়ে সেটা না পেয়ে এখন লিবারেটর হিসাবে প্রচার করছে।

মজার বিষয় হচ্ছে - সম্পাদক সাহেব আমার পাঠানো ব্যক্তিগত মেলটা পোষ্ট করে দিয়েছেন - সাথে একটা দলিলটা যার রেফারেন্স প্রসংগক্রমে আমি তাকে দিয়েছিলাম। তিনি নিজের সুবিধা মতো একটা শিরনাম লাগিয়ে নিয়েছেন তাতে। (

শিরনাম তৈরী করা, মনমতো শিরনাম পরিবর্তন করা কি নতুন আমেরিকান সজ্ঞায় ম্যানেজারে দায়িত্বের মধ্যে পড়ে ? হবে হয়তো) । স্যার, ব্যক্তিগত বিষয়টা কি আমাদের আবার নতুন করে ভাবতে হবে? একজন যখন অন্যজনকে মেল করে সেটা প্রাপক ছাড়া প্রেরকের অনুমোদন ব্যতিরেকে অন্যের পড়াটা সভ্যতার নিয়মনীতির মধ্যে পড়ে না বলেই তো এতোদিন জানতাম - সুপার পাওয়ার কি সে সংজ্ঞাটা বদলে দিয়েছে?

আপনি আমার ব্যক্তিগত পত্রটাকে জনসমক্ষে এনে আমার "ব্যক্তিগত সীমানাটা" অতিক্রম করলেন - কিন্তু বিশেষ বিশেষ মানুষের সম্পর্কে আপনার ভূমিকাটা কিন্তু বিপরীত । প্রশ্ন হচ্ছে - একজন মানুষ যখন তার কথা ও কাজের মিল রাখে না বা রাখতে পারে না - তাকে আপনাদের অভিধানে কি বলে?

আপনি কোন লেখা পোষ্ট করবেন আর করবেন না সেটা আপনার বিষয় - আর সেটা থেকে পাঠকরা সে প্রকাশনার চরিত্র সম্পর্কে ধারনা করবে । তারপর বাকীটা পাঠকদের দায়িত্ব । আপনার ওয়েব পেজে যে কোন মুসলমান বিরোধী লেখা আর পক্ষের লেখার স্থায়ীত্ব কাল যদি বিবেচনা করি তবে আপনার সম্পাদকীয় নীতিমালা সম্পর্কে একটা ধারনা পাওয়া যায় । তবে একটা বিশেষ দলে কাছে আপনার বিবেক জমা রাখার বিষয়টা এ প্রথম দেখা গেল ।

একটা নিরপেক্ষ মুখোশ পড়ে বেশ বসে থাকলেন এতো কাল । যা হোক, মুখোশ পড়ে বেশী দিন মানুষকে বিভ্রান্ত করা যায় না কি বলেন?

ইতোমধ্যে আরো অনেকে "মুখোশ -১" এর সমালোচনা লেখেছেন আর ভিন্নমত তআ প্রকাশ করেছেন । প্রিয় পাঠক, আপনারাই বলুন - যে লেখাটা ভিন্নমত সম্পাদক ছাপানোর কথা দিয়েও ছাপালেন না - তার সমালোচনা ছাপানো কতটা নৈতিকতার মধ্যে পড়ে?

আসল কথা হচ্ছে - মুসলমানদের অপদস্থ করা । ভাল ভাল কথা বলা আর পিছনে ছুরি চালানো । আবারো বলি - ছদ্ম নাম নিয়ে লেখাটা কখনো কোন সমস্য হয় না যদি লেখকের উদ্দেশ্য ভাল হয় । যখন কেহ একাধিক নামে লিখে - সমাজে অস্থিরতা তৈরী করে তখনই আপত্তি আসে ।

দেখুন আপনার পছন্দের লেখক (সাঈদ কামরান মির্যা / ডঃ খুরশিদ আলম চৌধুরী / কে. চৌধুরী) কয়েকদিন আগে কি লিখলেন - আমেরিকা ১০/১৫ বৎসর ইরাকে থাকবে । এটা প্রেসিডেন্ট বুশও বলার সাহস পাবে না কারন মাত্র ১ বৎসর থাকার জন্যে ৪০ বিলিয়ন ডলার ব্যয় হবে সেখানে সে লেখকের ভাষ্য অনুসারে কম পক্ষে ১০ বৎসরের জন্যে ব্যয় হবে ৪০০ বিলিয়ন আর সবোর্চ্চ ১৫ বৎসরের জন্যে ৬০০ বিলিয়ন । শুধু মাত্র কি বোর্ডে দু'টা চাপ দিয়ে যিনি ২০০ বিলিয়নের হেরফের করে দেন - তার ১৪০০ বৎসরের আগের ইতিহাস পর্যালোচনা কেমন হবে তা সহজেই অনুমেয় । আর আপনি সমস্ত নীতি -আদর্শ বিসর্জন দিয়ে তাদের স্বার্থ রক্ষা করেন । কেন? শুধু মাত্র ইসলাম বিরোধী লেখা লেখেন বলে । যে লোক সরকারী সুবিধা ব্যবহার করতে বিবেক দংশন বোধ করেন না তাকে আড়াল করার মাধ্যমে আপনিও যে কোন দুর্ণীতির বিরুদ্ধে কথা বলার অধিকার হারালেন । এটাতো টিপিক্যাল হিপক্রেসী । অন্যায় অন্যায়ই - ছোট হোক আর বড় হোক । আরেক জন লিখেছেন - আমরা লজ্জিত হচ্ছি না কেন ? অবশ্যই আমরা লজ্জিত । আপনাদের বড় বড় কথার আড়ালে লুকানো নোংরা চেহারাটা যখন দেখি তখন লজ্জিত হই বই কি ।

জনাব কুদ্দুস খান ভিন্ন মতের শ্লোগান দিয়েছেন - ভিন্নমতে আপনার ও বিপরীত মত প্রকাশ করুন । কিন্তু সেটা অবশ্য হতে হবে মুসলমান আর ইসলামের সমালোচনা - এটা হচ্ছে মুখোশের আড়ালের কথা ।